গভার্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম
GOVERNANCE ADVOCACY FORUM
The Asia Foundation
Manusher Jonno Foundation
UKaid
from the British people

কার্যকর স্থানীয় সরকার জাতীয় কনভেনশন ২০২১
Effective Local Government National Convention 2021

টেকসই উন্নয়নে স্থানীয় সরকার

১৯ ডিসেম্বর ২০২১
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জাতীয় কনভেনশন-এর সুপারিশমালা

দেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপট

আমরা জানি, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৯ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও সামগ্রিক ফলাফল ছিল বেশ ভাল। ২০২০ সালে করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যুর পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এ সময় দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল দশা আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করেছি, পাশাপাশি অতিদরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত বেশীরভাগ মানুষের জীবিকার সংকটও আমরা দেখেছি। সরকারের বহুমুখী উদ্যোগের ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেশ আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। সমগ্র জাতি বিজয়ের ৫০ বছর এবং **জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** জন্ম শতবর্ষ সাড়ম্বরে উদযাপন করছে। এ প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি সম্প্রতি ধনীদের সম্পদ এবং বৈষম্যের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসাথে দেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** নেতৃত্বে গৃহীত সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন, ২০২৬ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ, ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজি অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে জাতীয় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ' এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের সীমাবদ্ধতা, আইন থাকলে তার যথাযথ বাস্তবায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ধারায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ চলছে কিনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে **কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবি।

সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

■ **৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৭ম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশনা:** সংবিধানের ৩য় পরিচ্ছেদের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের রূপরেখা, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক ভূমিকা স্পষ্ট করে বর্ণিত। সেখানে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক একাংশে (Administrative Unit) আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের স্থানীয় শাসনের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে, এ সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণ করবে এবং নিম্নোক্ত ৩টি বিষয় সংশ্লিষ্ট আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবেঃ (ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং (গ) জনসাধারণ সংক্রান্ত সেবা ও দায়িত্বাবলী এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

■ **২০২৬ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন:** উল্লেখ্য যে, উন্নয়নশীল দেশ প্রতিষ্ঠার সূচক (Indicator) যথাক্রমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ণায়ক সূচক হিসেবে - জিডিপি (গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট)-এর হার বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের শতকরা হার ও বেকারত্বের হার হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়ন সূচক হিসেবে - মানবসম্পদ উন্নয়ন সুচকের হার বৃদ্ধি, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ও জেন্ডার বৈষম্য নিরসন। এ প্রেক্ষিতে ২০২৬ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে যতদ্রুত সম্ভব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় উন্নয়নে আইনগতভাবে দায়িত্ব প্রদান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

■ **এসডিজি (SDG) অর্জনে উন্নয়ন কার্যক্রমের 'স্থানীয়করণ (Localization)':** জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ২০৩০ সালের মধ্যে SDG-এর ১৭টি লক্ষ্য বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরাসরি স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত বিধায় 'স্থানীয়করণ' এর কথা বলা হয়েছে। যেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে মৌলিক পরিষেবা প্রদানে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা সরাসরি সম্পৃক্ত সেজন্য স্থানীয় সরকারসমূহকে ২০৩০ এজেন্ডার কেন্দ্রে থাকার কথা বলা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ও বিকেন্দ্রীকরণ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকরণ শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে যেসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে, বিপুঞ্জীভূতকরণ (Deconcentration), যার মানে দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেই প্রশাসনিক দায়িত্বগুলির পুনর্বণ্টন, যা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকৃত একক; প্রত্যর্পণ (Delegation) নির্দেশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর কাছে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসহ প্রদান করা; স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন স্থানীয় সরকারের এককগুলোতে যৌথতার ভিত্তিতে কর্তৃত্ব হস্তান্তরের মানে হচেছ অর্পণ (Devolution), এক্ষেত্রেও বেশিরভাগ সময় তদারকির ক্ষমতা ও আর্থিক ভূমিকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেই থাকে (রনডিনেললি ও চিমা, ১৯৮৩)।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বৃহত্তর ওয়ার্ড (৩ সাধারণ ওয়ার্ড ভিত্তিক) এ ১ জন করে মোট ৩ জন নারী সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন, যা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রথম নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ইতিপূর্বে বাতিলকৃত উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ সালে তৎকালীন সরকার নতুন করে প্রণয়ন করে। ২০০৯ সালে এ আইনের অধীনে ২ জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়, যার ১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ।
- বর্তমান সরকারের আমলে সকল স্থানীয় সরকার আইন পর্যালোচনা করে ২০০৯ সালে সকল স্তরে ইতিপূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অগ্রসর নতুন স্থানীয় সরকার আইন প্রণীত হয়।
- ২০১১ সালে আইনের সংশোধন করে উপজেলা পরিষদের ১৭টি কার্যক্রম পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত করা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বর্তমান স্থানীয় সরকার আইনসমূহ, বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও প্রভাব

- ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ আইনের কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা এবং Overlapping আছে বিধায় বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে;
- উপজেলা পরিষদ আইন- ২০০৯ এর ৩৩ ধারা অনুযায়ী 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন' বলে উল্লেখিত রয়েছে। একদিকে আইনে সাচিবিক দায়িত্বের সুস্পষ্ট কোন বিবরণ নেই অপরদিকে আইন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী তার বাস্তবায়নও হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে টেনশন ও দ্বন্দ্ব বিরাজমান, বিধায় অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে;
- উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ২০১১ সালে আইনের পরিবর্তন করে উপজেলা পরিষদের ১৭টি কার্যক্রম পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত এবং ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ৭টি দায়িত্ব হস্তান্তরযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরেও পরিস্থিতির কোন অগ্রগতি হয় নি বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব সংগঠিত হচ্ছে, যা সমগ্র উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অন্তরায়;
- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের নারী ভাইস চেয়ারম্যান এর আইন অনুযায়ী কাজের দায়িত্বের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। যেটুকু কাজের সুযোগ আছে তাও অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় না, বিধায় নারী জনপ্রতিনিধির স্ব স্ব পরিষদের কাজে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন তরান্বিত হচ্ছে না;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন কোন ক্ষেত্রে দায়িত্ব অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ কম। অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব সম্পদ আহরণে ঘাটতি আছে, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে না;
- ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ওয়ার্ড সভার বিধান ছাড়া অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনঅংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই, বিধায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি থেকে যায়;
- অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে সরকারের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

সুপারিশমালা

১. ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন এর আইনের যে যে ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা এবং **Overlapping** আছে তা সুনির্দিষ্ট করা।

২. উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ এ প্রদত্ত মাননীয় সংসদ সদস্যের ভূমিকা এবং উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ভূমিকা পর্যালোচনা করে বর্তমান উন্নয়ন প্রেক্ষাপট, সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য এবং বিকেন্দ্রীকরণের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সকলের ভারসম্যপূর্ণ সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে আইনে লিপিবদ্ধ করা এবং তার বাস্তবায়ন কার্যকর করা।

৩. স্থানীয় সরকারের সকলস্তরে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারী প্রতিনিধিদের সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা।

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের দায়িত্ব অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং ভুমি হস্তান্তর করের ৭% স্ব স্ব স্থানীয়সরকারের নিকট সরাসরি হস্তান্তর করা।

৫. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের করের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা এবং কর আদায়ে স্থানীয় সরকারসমূহের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা ও তার বাস্তবায়ন কার্যকর করা।

৬. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণের জন্য আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান করা।

৭. সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব পাটফর্ম যথাক্রমে বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম-এর ৮ দফা সুপারিশ, বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি- ম্যাব এর ৩৩ দফা সুপারিশ এবং বাংলাদেশ উপজেলা পরিষদ এ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষে দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বস্তবায়ন কার্যকর করা সহ সকল সুপারিশ পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯. সরকারের উনয়ন লক্ষ্য অর্জনে জেলায় অবস্থানকারী অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক কাজের সম্পর্ক কেমন হতে পারে বিবেচনায় নিয়ে এবং এ পর্যন্ত জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কাজের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১০. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর পক্ষ থেকে নিয়মিত সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজের মনিটরিং এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আইনি বিধান কার্যকর করা।

১১. উপরোক্ত বিষয়সমূহের সাথে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন ও বর্তমান বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট। তাই আলাদা আলাদাভাবে না দেখে দেশের উন্নয়ন লক্ষ্য এবং বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের ধারায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঢেলে সাজানোর জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, নাগরিক প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ১টি **Task Force** গঠন করে সুপারিশ প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করতে স্থানীয়সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গভার্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম সচিবালয়

ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ২২/১৩ বি, ব্লক-বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫১৬২০, ০২ ৪৮১১০১০৩

info@gafbd.org

facebook.com/gafbd